



গুরুত্বই যা বলার

“কামড়” পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিষধর, বিষহীন সাপ-সহ অন্যান্য কামড়ের মধ্যে পৃথকীকরণ প্রয়োজন। সঠিক পদক্ষেপে দৃষ্টিশক্তি, সময় ও অর্থ বাঁচানো সম্ভব।

যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং; “সাপের কামড়ে আর মৃত্যু-মুখ নয়” — এই লক্ষ্যে বিভিন্ন আঙ্গিকে ১৯৮৬ সাল থেকে কর্মরত। সচেতনতা কার্যক্রম, কর্মশালা, তথ্যচিত্র, সাপের মানচিত্র, সমীক্ষা, বই ও পুস্তিকা প্রকাশ — তার কয়েকটি উদাহরণ।

তৎসহ সাপে কাটা রোগী ও চিকিৎসকের মাঝে সমন্বয় রাখা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কামড় ও রোগ লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা (ক্যানিং, এস. ডি. হসপিটাল) সহ “সাপের কামড়ে হেল্পলাইন” পরিচালনা করার সুবাদে হাজারেরও বেশি সাপে-কাটা ও অন্যান্য কামড়ের রোগীদের মুখোমুখি হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে জে.এস. এস.সি-র পক্ষে বিজ্ঞান ভট্টাচার্য, সাপ-কামড় ও চিকিৎসার মধ্যের আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন করে, রোগীর কেস হিস্ট্রি নেওয়ার বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি ‘আট সূত্র’-র মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেছেন। যার শিরোনাম — **বাংলার সাপ ও অন্যান্য প্রাণীর কামড়** (তাৎক্ষণিক রোগ নির্ণয়ের নির্দেশিকা)। প্রত্যেক কামড় খাওয়ার রোগীর ক্ষেত্রে আটটি সূত্র প্রয়োগ করলে রোগ নির্ণয় অনেক সহজ ও দ্রুততর হবে। এবং প্রাণঘাতী নয় এমন রোগী ও পরিবার শান্তিতে বাড়ি ফিরতে পারবে।

নীচের সারণি প্রাণঘাতী নয় অথচ বিভ্রান্তিকর এমন প্রাণীদের নিয়ে করা হয়েছে যা “কামড়” নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ডানদিকে রয়েছে, সাপের কামড়ে আট সূত্রের প্রয়োগ পদ্ধতি।

অন্যান্য প্রাণীর কামড়
(প্রাণঘাতী নয়)

অন্যান্য প্রাণী

বিছানায় (রাতে)

অন্যত্র

বিছা

কামড়ে দুটো দাগ।
কামড়ের সঙ্গে
সঙ্গে তীব্র জ্বালায়
ঘুম ভাঙে, অঙ্গ
ফোলে। সাধারণত
শরীরের যেকোনো
স্থানে কামড়াতে
পারে।

মাকড়সা

খুব কাছাকাছি
দুটি হালকা
দাগ হয়।
অঙ্গ জ্বালা
বা ফোলা।
সাধারণত
হাতে ও মুখে
কামড় ঘটে।

ইঁদুর

দুটো দাগ কিছু
চামড়া ছিঁড়ে যায়।
যা এই প্রাণীর
কামড়ের বৈশিষ্ট্য।
লাল রক্ত বার হয়।
সাধারণত হাতে
ও পায়ের আঙুলে
কামড় ঘটে।

পিপড়ে (বোড়া)

চামড়া চেরার দাগ
দুটো স্পষ্ট। লালচে
আভা থাকে।
শরীরের যেকোনো
স্থানে কামড়াতে
পারে।

কাঁকড়া বিছা

দুটো দাগ,
সঙ্গে তীব্র
জ্বালা ও
ফোলা।
সাধারণত
পায়ের কামড়
ঘটে।

চিংড়ি পোকা

দুটো কাছাকাছি
হালকা দাগ
সঙ্গে স্থানীয়ভাবে
যন্ত্রণা ও ফোলা।
কামড় ঘটে।
সাধারণত হাতে
কামড় ঘটে।

জৌক

চামড়ায়
গোল
দাগ সঙ্গে
চুইয়ে রক্ত।
সাধারণত
পায়ের কামড়
ঘটে।

ভীমরুল

দুটো দাগ সঙ্গে
যন্ত্রণা ও ফোলা।
সাধারণত
শরীরের
উপরিভাগে
হাত ও
কামড় ঘটে।

কাঁটা খোঁচা

চামড়া
ছিঁড়ে
যায়। রক্ত,
মুদ্র জ্বালা।
হাত ও
পায়ের
খোঁচা
লাগে
বা কাঁটা
ফোটে।

কামড় ও প্রতিকার

যেকোনো কামড়ের ক্ষেত্রে প্রধান শুশ্রূষাকারীর সঠিক পদক্ষেপেই রোগীর মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

প্রাথমিক শুশ্রূষা

হাসপাতাল চিকিৎসা

ক) রোগীর প্রতি
থেয়ে আসা
উপদেশ বন্ধ করে
আশ্রয় করা।

খ) বেশি হাঁটাচলায়
বেশি বিযক্তিয়া।
তাই তা বন্ধ
করা।

গ) সাবান ও জল
দিয়ে ধুয়ে
দেওয়া।

ঘ) শক্ত বঁধন
অতিরিক্ত বিপদের
কারণ।

ঙ) ওঝা-সহ
অপরিস্কৃত ওষুধ
থেকে রোগীকে
দূরে রাখা।

চ) দ্রুততার সঙ্গে
হাসপাতালে আনা
ও রোগীর পাশে
থেকে সমস্যা ও
পরিবর্তনগুলো
চিকিৎসককে
জানানো।
এই পদ্ধতিতে কম
সময়ে, কম খরচে
দ্রুত আরোগ্য
লাভ তথা
হাসিমুখে বাড়ি
ফেরা সম্ভব।

বিস্বধর

স্নায়ুকোষনাশকারী
(Neurotoxic)

রক্তকোষনাশকারী
(Haematotoxic)

কালাজ

কেউটে

গোখরো

চন্দ্রবোড়া

AVS

AVS

Atropin, Neostigmyne

● সঠিক সময়ে, সঠিক পরিমাণে AVS দেওয়া হলে পরবর্তী জটিলতা তথা নিউরোটক্সিকের ক্ষেত্রে শ্বাসযন্ত্র, হেমাটোটক্সিকের ক্ষেত্রে কিডনি বিকল হওয়া এড়ানো সম্ভব।

● এলার্জি হলে, দ্রুততার সঙ্গে ইঞ্জেকশন অ্যাড্রিনালিন (Adrenaline) (১ঃ১০০০) ০.২৫ মিলি. চামড়ার নিচে প্রয়োগ করা জরুরি।

● অ্যালার্জি উপশম হলে পুনরায় AVS চালানো প্রয়োজন।

বাংলার সাপ ও অন্যান্য প্রাণীর কামড়

তাৎক্ষণিক রোগ নির্ণয়ের নির্দেশিকা (গাইড লাইন)

যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

সাপের কামড় ঘটলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোঝা সম্ভব হয় না তা বিষধর না বিষহীন। তাই, এই “অজানা কামড়” (Unknown bite) থেকে “জানা কামড়” (Known bite)-এর জগতে উত্তরণের চেষ্টায় আট সূত্র-এর অবতারণা।

বিষধর কামড়ালে তা নিউরোটক্সিক (Neurotoxic) না হেমাটোটক্সিক (Haematotoxic), সাপটি মারণ বিষ (Lethal dose) দিতে পেরেছে কি-না, বর্তমানে রোগীর অবস্থা বিপদজনক না বিপদমুক্ত বা অন্যান্য প্রাণীর কামড় ঘটেছে — এ সবই বোঝা সম্ভব হবে এই আটটি সূত্রের সাহায্যে। এখানে চারটি বিষধর (কালাজ, কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া) ও তিনটি বিষহীন (দাঁড়াস, ঘরচিতি, জলটোঁড়া) সাপকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যাদের কামড় এ রাজ্যে সচরাচর ঘটে। সমগ্র বিষয়টি প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে সাহায্য করবে — এ আমাদের বিশ্বাস।

আট সূত্র	সাপের কামড়				বিষহীন		
	কালাজ	কেউটে	গোখরো	চন্দ্রবোড়া	দাঁড়াস	ঘরচিতি	জলটোঁড়া
১ কামড়ের সময়	রাত ১০টা থেকে ভোর ৩টা।	ভোর ও সন্ধ্যায়। বিকাল ৪টে থেকে সকাল ৮টা।	ভোর ও সন্ধ্যায়। বিকাল ৪টে থেকে সকাল ৮টা।	ভোর থেকে বেলা ১১টা। সন্ধ্যা থেকে রাত ১১টা।	দিনের বেলা (Diurnal)।	সন্ধ্যাবেলা (Nocturnal)	দিনে ও রাতে বিশেষত সন্ধ্যায় (Diu.+Noc.)
২ কোন অবস্থানে কামড়	বিছানায় ৯৯%, অন্যত্র ১%, ব্যতিক্রম উত্তরবঙ্গ। দিনেরবেলা কামড় ৫০%।	জলা জায়গা ৬৫%, মাঠ, রাস্তা, বাড়ির ঠাঁস-মুরগির ঘর ৩৫%।	শুকনো জায়গা, ঠাঁস-মুরগির ঘর, উঠান, বাগান ৬৫%, মাঠ, উঁচু চিবি ৩৫%।	সাঁত্যসৈঁতে জায়গা, উঠান, বাগান ৪০%, পুকুর, কল, বাধকম সংলগ্ন এলাকা ৪০%, ঝোপ যুক্ত শুকনো মাঠ ২০%।	ঘর, উঠান, বাগান, জালানি ঘর, খড়ের গাদা।	ঘর, বারান্দা, উঠান।	পুকুর, খাল, ড়েন। বর্ষাকালে বাগান, উঠান।
৩ কামড়ের দাগ (এক মিনিটে)	১. এক বা দুইটি বিন্দুর মতো দাগ। ২. বিন্দু কালচে বর্ণ ধারণ করতে থাকবে। ৩. আক্রান্ত জায়গা থেকে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হবে। ব্যতিক্রম কালাজ সাপ, কোনো জ্বালা যন্ত্রণা হয় না, শুধু মিশ মিশ করার অনুভূতি।	১. এক বা দুইটি বিন্দুর মতো দাগ। ২. বিন্দু কালচে বর্ণ ধারণ করতে থাকবে। ৩. আক্রান্ত জায়গা থেকে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হবে।	১. এক বা দুইটি বিন্দুর মতো দাগ। ২. বিন্দু কালচে বর্ণ ধারণ করতে থাকবে। ৩. আক্রান্ত জায়গা থেকে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হবে।	১. এক বা দুইটি বিন্দুর মতো দাগ। ২. বিন্দু কালচে বর্ণ ধারণ করতে থাকবে। ৩. আক্রান্ত জায়গা থেকে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হবে।	১. দুই বা তার বেশি আঁচড়ের মতো দাগ। ২. দাগ থেকে লালচে আভা বা লাল রক্ত বার হবে। ৩. সময়ের সাথে সাথে জ্বালা কমতে থাকবে।	১. দুই বা তার বেশি আঁচড়ের মতো দাগ। ২. দাগ থেকে লালচে আভা বা লাল রক্ত বার হবে। ৩. সময়ের সাথে সাথে জ্বালা কমতে থাকবে।	১. দুই বা তার বেশি আঁচড়ের মতো দাগ। ২. দাগ থেকে লালচে আভা বা লাল রক্ত বার হবে। ৩. সময়ের সাথে সাথে জ্বালা কমতে থাকবে।
৪ উপসর্গ (এক ঘন্টায়)	১. কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা (কামড়ের পর) না থাকায় রোগী আরও ঘুমিয়ে পড়ে। ২. জাগ্রত অবস্থায় কামড়ালে আক্রান্ত জায়গা মিশ মিশ করা ও অঙ্গ ব্যথা অনুভূত হয়।	১. জ্বালা ও যন্ত্রণা যা বাড়তেই থাকে। ২. রক্তবস চুইয়ে বার হয়। ৩. পেট ব্যথা, বমিভাব বা বমি। ৪. জায়গাটা ফুলতে থাকে।	১. জ্বালা ও যন্ত্রণা যা বাড়তেই থাকে। ২. রক্তবস চুইয়ে বার হয়। ৩. পেট ব্যথা, বমিভাব বা বমি। ৪. জায়গাটা ফুলতে থাকে।	১. তীব্র জ্বালা-যন্ত্রণা বাড়তেই থাকে। ২. চুইয়ে রক্তবস বা রক্ত বার হয়। ৩. ফোলা এক ঘন্টার মধ্যে দ্বিগুণ আকার নেয়। ৪. ফুলে না উঠলে বিষ রক্তে মেশেনি ধরে নেওয়া যায়।	১. মুখমণ্ডল আতঙ্কে ফ্যাসকা হয়। ২. ভয়ে রোগীর গলা শুকিয়ে যায়, খুব দুর্বলতা অনুভব করে। ৩. আচমকা রোগীর হাত-পা ঝিমঝিম বা অবশতা অনুভব করে। ৪. দ্রুত অজ্ঞান হয়ে যায়। ৫. শেকড় বাটা খাওয়া বা ভয়ে রোগীর পেট ব্যথা বা বমি করে ফেলে।	১. মুখমণ্ডল আতঙ্কে ফ্যাসকা হয়। ২. ভয়ে রোগীর গলা শুকিয়ে যায়, খুব দুর্বলতা অনুভব করে। ৩. আচমকা রোগীর হাত-পা ঝিমঝিম বা অবশতা অনুভব করে। ৪. দ্রুত অজ্ঞান হয়ে যায়। ৫. শেকড় বাটা খাওয়া বা ভয়ে রোগীর পেট ব্যথা বা বমি করে ফেলে।	১. মুখমণ্ডল আতঙ্কে ফ্যাসকা হয়। ২. ভয়ে রোগীর গলা শুকিয়ে যায়, খুব দুর্বলতা অনুভব করে। ৩. আচমকা রোগীর হাত-পা ঝিমঝিম বা অবশতা অনুভব করে। ৪. দ্রুত অজ্ঞান হয়ে যায়। ৫. শেকড় বাটা খাওয়া বা ভয়ে রোগীর পেট ব্যথা বা বমি করে ফেলে।
৫ (তিন ঘন্টায়)	৩. পেট ব্যথায় ঘুম ভাঙে। ৪. বমি ভাব, পায়খানা ভাব। ৫. সারা শরীরে ব্যথা। ৬. গলায় ব্যথা।	৫. আক্রান্ত জায়গা কালচে বর্ণ ধারণ করে। ৬. কথা বলতে কষ্ট। ৭. মুখে লালা। ৮. তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা।	৫. আক্রান্ত জায়গা কালচে বর্ণ ধারণ করে। ৬. কথা বলতে কষ্ট। ৭. মুখে লালা। ৮. তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা।	৫. যন্ত্রণা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। ৬. চোখ লালচে বর্ণ ধারণ করে। ৭. চামড়ার নিচে রক্তপাত। ৮. বমি, পায়খানা, মূত্রের সাথে রক্ত। কিন্তু নিউরো টক্সিক-এর ক্ষেত্রে মূত্র স্বাভাবিক।	অন্যান্য বিভ্রান্তিকর অবস্থার লক্ষণ	অন্যান্য বিভ্রান্তিকর অবস্থার লক্ষণ	অন্যান্য বিভ্রান্তিকর অবস্থার লক্ষণ
৬ (ছয় ঘন্টায়)	৭. মুখে লালা। ৮. নাকি স্বরে কথা। ৯. চোখের পাতা পড়ে আসে (Ptosis)। চিকিৎসায় সাড়া দিলেও ৪৮ ঘন্টা পরন্তু তা থাকতে পারে। ১০. শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ও হৃদ স্পন্দন বন্ধ হয়।	৯. নাকি স্বরে কথা। ১০. আক্রান্ত স্থানে ফোসকা বা ক্ষত হতে থাকে। ১১. নিচের অংশ থেকে অসাড়তা শুরু হয় ১২. চোখের পাতা, মাথা, নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়ে। ১৩. শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ও হৃদ স্পন্দন বন্ধ হয়।	৯. নাকি স্বরে কথা। ১০. আক্রান্ত স্থানে ফোসকা বা ক্ষত হতে থাকে। ১১. নিচের অংশ থেকে অসাড়তা শুরু হয় ১২. চোখের পাতা, মাথা, নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়ে। ১৩. শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ও হৃদ স্পন্দন বন্ধ হয়।	৯. সারা শরীর ফুলতে শুরু করে। ১০. আক্রান্ত জায়গায় পচন শুরু হয়। ১১. জিভ, স্বরযন্ত্রের অসাড়তা এক্ষেত্রে থাকে না। ১২. কিডনি বিকল হয়।	১. বীধন দেওয়ার ফলে আক্রান্ত এলাকায় ফোলা ও যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয় (মনে হতে পারে বিষধরের কামড়)। ২. বিছানায় বিছার কামড়ে দুটো দাগ হয়। এবং তীব্র জ্বালায় তৎক্ষণাৎ ঘুম ভাঙে যা কালাজ সাপের বিপরীত।	১. মুখমণ্ডল আতঙ্কে ফ্যাসকা হয়। ২. ভয়ে রোগীর গলা শুকিয়ে যায়, খুব দুর্বলতা অনুভব করে। ৩. আচমকা রোগীর হাত-পা ঝিমঝিম বা অবশতা অনুভব করে। ৪. দ্রুত অজ্ঞান হয়ে যায়। ৫. শেকড় বাটা খাওয়া বা ভয়ে রোগীর পেট ব্যথা বা বমি করে ফেলে।	১. মুখমণ্ডল আতঙ্কে ফ্যাসকা হয়। ২. ভয়ে রোগীর গলা শুকিয়ে যায়, খুব দুর্বলতা অনুভব করে। ৩. আচমকা রোগীর হাত-পা ঝিমঝিম বা অবশতা অনুভব করে। ৪. দ্রুত অজ্ঞান হয়ে যায়। ৫. শেকড় বাটা খাওয়া বা ভয়ে রোগীর পেট ব্যথা বা বমি করে ফেলে।
৭ সন্তাব্য সাপ	কালাজ Common Krait (Bungarous caruleus) বিষধর। ফণা নেই। মাথার ওপর থেকে সাদা জোড়া দাগ থাকে। লম্বায় — ২-৩ ফুট। বিষ — স্নায়ুতন্ত্রনাশকারী। আঞ্চলিক নাম — শিয়রচাঁদা, ডোমনাচিতি, ঘামচাটা, চিতি।	কেউটে Monocled Cobra (Naja kauthia) বিষধর। ফণার পেছনে গোল (O) চিহ্ন আছে। লম্বায় — ৪-৫ ফুট। বিষ — স্নায়ুতন্ত্রনাশকারী। আঞ্চলিক নাম — আলকেউটে, তপু, পদ্ম কেউটে, শামুকভাঙা।	গোখরো Spectacled Cobra (Naja naja) বিষধর। ফণার পেছনে ইউ (U) চিহ্ন আছে। লম্বায় — ৫-৬ ফুট। বিষ — স্নায়ুতন্ত্রনাশকারী। আঞ্চলিক নাম — রাজ সাপ, দুধে কেউটে, খরিশ, গোমো।	চন্দ্রবোড়া Daboia Viper (Daboia russelii) বিষধর। ফণা নেই। মাথা ত্রিকোণ, গায়ে গোল গোল দাগ। লম্বায় — ২-৩ ফুট। বিষ — রক্তনাশকারী (Haematotoxic) আঞ্চলিক নাম — ধুসো বোড়া, প্রদীপে বোড়া, বোড়া	দাঁড়াস Rat Snake (Ptyas mucosa) বিষহীন। লম্বায় ৫-৬ ফুট। মুখ সুঁচালো। চোয়ালের দু-পাশে আড়াআড়ি বেশ কয়েকটা দাগ রয়েছে। দিনে চলাচলকারী। আঞ্চলিক নাম — ডামানা, বাস্তু সাপ।	ঘরচিতি Wolf Snake (Licodon aulicus) বিষহীন। লম্বায় ১-২ ফুট। সর্ক, রোগা সাপ। মাথা থেকে চওড়া দাগ শুরু, ল্যাজের দিকে দাগ থাকে না। আঞ্চলিক নাম — খৈয়ে কালাজ, চিতি।	জলটোঁড়া Checked Keelback (Xenochrophis piscator) বিষহীন। লম্বায় ২-৩ ফুট। হলুদের ওপর কালো বরফির মতো ঢেক প্যাটার্ন। খুবই রাগী ও তেজি সাপ। আঞ্চলিক নাম — পাণিবোড়া, হলদে বোড়া, ঠোঁড়া।
৮ দক্ষিণ ২৪ পরগনা	দক্ষিণ ২৪ পরগনা সুন্দরবন অঞ্চল (১৩টি ব্লক) অবশিষ্ট অঞ্চল (১৬টি ব্লক) কালাজ, কেউটে কালাজ, কেউটে, চন্দ্রবোড়া পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে বিষধর সাপের বিন্যাস সমান নয়। উত্তরবঙ্গে প্রধানত দুটো বিষধরের কামড় ঘটে — গোখরো (৯০%), কালাজ (১০%)। (উত্তরবঙ্গে প্রধানত দু-ধরনের কালাজ দেখা যায়। কৃষ্ণ কালাজ যার শরীরে কোনো দাগ থাকে না, আর সাদা খাঁজকাটা জোড়া দাগ বিশিষ্ট কালাজ। এখানকার কালাজ-এর কামড় দিনের বেলা প্রায় অন্ধকার বাগানে বা ঘোপে ঘটতে দেখা যায়।)				ব্যতিক্রম ১. জয়নগর-১ ব্লকে চন্দ্রবোড়া দেখা যায়। ২. ডায়মন্ডহারবার-১ ব্লকে চন্দ্রবোড়া নেই। ৩. মালদা জেলাতে চন্দ্রবোড়া আছে। ৪. উত্তরবঙ্গে কখনো কখনো কেউটে দেখা যায়। ৫. উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের ৬টি ব্লকে কালাজ ও কেউটে পাওয়া যায়।		
৯ পর্যবেক্ষণের সময়	কামড় ও পর্যবেক্ষণ — এই দুই ঘটনার সময়ের ব্যবধানে গড়ে ২-৩ ঘন্টার মধ্যে বিষজনিত কারণে শারীরিক বিশৃঙ্খলা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় (ব্যতিক্রম কালাজ) এবং প্রথম দিককার উপসর্গ নাও দৃশ্যমান হতে পারে পরের উপসর্গগুলোর তীব্রতার জন্য। তাই, কামড় ও পর্যবেক্ষণের সময়ের তারতম্যে বিষধর/বিষহীন/অন্যান্য কামড়ের তীব্রতার হ্রাস/বৃদ্ধির পার্থক্য স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরিক অপুষ্টি বা অন্য কোনো অসুখ বা ওষুধ সেবনজনিত কারণে উপসর্গের বহিঃপ্রকাশ দেরিতে দেখা দিতে পারে বা তীব্রতাও কমতে পারে। উপসর্গের ব্যতিক্রম বহিঃপ্রকাশও ঘটতে পারে। সব ক্ষেত্রেই ২৪ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ জরুরি।						
১০ কামড় নির্বাচন	জানা প্রয়োজন, দিনে ও রাতে চলাচলকারী সাপদের নির্দিষ্ট ‘সময়’ (Time Frame)-এর মধ্যে শিকার মিলবে এমন ‘এলাকায়’ (Geographic area) ঘোরাফেরা করার মাঝে মানুষের আনাগোনায দৃষ্টিচ্যুত। তাই, প্রশ্ন করে ১ম ও ২য় সূত্র-এর উত্তর পাওয়ার পর টেবল থেকে বাছাই করতে হবে, সেই সময় ক-টা সাপের থাকার সম্ভাবনা। ৩য় সূত্রে, কামড়ের দাগ ও রক্তের রং পর্যবেক্ষণ করে ‘সময়’ — ‘এলাকা’ — ‘চামড়ায় দাগ’-কে মেলালে এক বা দুটি বিষধর চিহ্নিত হবে। সেই বিষধরদের কামড়ের লক্ষণসমূহ ৪র্থ সূত্র-এর মাধ্যমে নিউরোটক্সিক/হেমাটোটক্সিক সাপের হদিশ মিলবে। এবং রোগটি কোন পর্যায়ে — কম/বেশি/অত্যধিক/বা এখনও পরিষ্কৃত হয়নি। যেহেতু সাপটি পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে এবং সময়ের ব্যবধানে রোগটি কোন পর্যায়ে তাও বোঝা গেছে, তাই চিকিৎসা শুরু করাতা অনেক সহজতর হবে। যা ৮ম সূত্র-এর প্রতিপাদ্য বিষয়। রোগী সাপের বিবরণ দিলে, ধারণা আরও সুস্পষ্ট হবে ৫ম সূত্রে। বিষধরদের বিন্যাস কলামে, ৬ষ্ঠ সূত্রে, সাপটির অন্তর্ভুক্তি ঘটলে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশেষে, দৃষ্টিচ্যুত ও পর্যবেক্ষণের সময়ের ব্যবধানে, ৭ম সূত্রে, পরিক্ষারভাবে বোঝা সম্ভব হবে, রোগটি কোন পর্যায়ে — কম/বেশি/অত্যধিক/বা এখনও পরিষ্কৃত হয়নি। যেহেতু সাপটি পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে এবং সময়ের ব্যবধানে রোগটি কোন পর্যায়ে তাও বোঝা গেছে, তাই চিকিৎসা শুরু করাতা অনেক সহজতর হবে। যা ৮ম সূত্র-এর প্রতিপাদ্য বিষয়।						
সম্পাদনা : বিজ্ঞান ভট্টাচার্য সহ-সম্পাদনা : ডা. সমরেন্দ্রনাথ রায় প্রকাশক : ড. দিলীপ কুমার সোম যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং, পশ্চিমবঙ্গ		কৃতজ্ঞতা ডা. গৌরব রায়, ড. নির্মলেন্দু নাথ ডা. বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ডা. অনুপম হালদার, ড. প্রদ্যুম্ন পাত্র বিমল মণ্ডল, অমিত বিশ্বাস ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা	সাহায্য সূত্র “সাপ, কামড় ও চিকিৎসা” ডা. বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, ড. দিলীপ কুমার সোম “বাংলার সাপ মানচিত্র” — জে.এস.এস.সি যোগাযোগ : ৯৬৩৫৯১৫৪৭৬, ৯৮৩০৪৭৯৬৯৬ juktibadi.canning@gmail.com, www.jss-canning.org	প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৮ স্বত্ব এই কপিরাইট প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ করা যাবে না। বর্ণসংস্থাপন ও মুদ্রণ এস পি কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড			